ঈদের দিন হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

কোরবানির ঈদের দিন রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। আজ বৃহস্পতিবার ও কাল শুক্রবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া অফিস বলেছে, ঈদের দিন সারা দেশে ভারি বর্ষণের সম্ভাবনা কম। তবে ওই দিন রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, এখন এমনিতেই বর্ষাকাল চলছে। ২৭ জুন থেকে বন্যা শুরু হয়েছে। দেশের ৩১টি জেলা বন্যা আক্রান্ত। একদিকে ভারি বর্ষণ, অন্যদিকে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে। অবশ্য ২৭ জুলাই থেকে মৌসুমি বায়ু যতটা সক্রিয়, আগামী শনিবার ঈদের দিন মৌসুমি বায়ু ততটা সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা কম। সে কারণে বৃষ্টি হলেও পরিমাণে কম হবে।

আবহাওয়া অফিস আরও জানায়, উত্তরের রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাটসহ ওই অঞ্চলে ঈদের দিন বৃষ্টি তুলনামূলক বেশি হতে পারে। এ ছাড়া ময়মনসিংহ বিভাগের আওতায় নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর অঞ্চলেও তুলনামূলক বৃষ্টি বেশি হতে পারে।

অন্যদিকে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ঈদের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর বাইরে অন্য বিভাগগুলোতে থেমে থেমে বৃষ্টি হতে পারে, তবে পরিমাণে কম। রোদও থাকতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ফেনীতে ৮৯ মিলিমিটার। ঢাকায় বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে ৪২ মিলিমিটার।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মুজিবনগরই বাংলাদেশের প্রথম

রাজধানী

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। প্রথম রাজধানী ছিল মুজিবনগর। এ নিয়ে ভিন্নমত থাকার কথা নয়। যদিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন কোন অতি উৎসাহী পক্ষ প্রকৃত ইতিহাস কে অস্বীকার করে নিজেদের অনুকূলে নেয়ার অপচেষ্টা করছেন।

তাঁদের প্রতিশ্রদ্ধা রেখেই জানাতে চাই ——–

১। পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রেকর্ড করা এক বেতার ভাষণ শিলিগুড়ির এক বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

মুক্তাঞ্চল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের বিশাল আম বাগানে ১৭ এপ্রিল উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয় হয়।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ১১ এপ্রিলের প্রথম বেতার বক্তৃতাকে বৈধ সরকার গঠণের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ করার জন্য স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণার তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৭১ বলে পরবর্তীতে ঘোষণা করা হয়।

প্রথম সরকারের শপথের স্থান বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নতুন নাম করণ করা হয় নতুন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ‘মুজিবনগর’। আর মুজিবনগর কে নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা করে নতুন সরকার। সেই ঘোষণা অনুসারে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সকল দলিল, নথি, প্রকাশনা ও সম্প্রচারে রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম মুজিবনগর হিসাবে উল্লেখ করা শুরু হয়।

যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ, ভারত ও অপর বহু রাষ্ট্রের সরকারী দলিল-দস্তাবেজে এবং দেশ বিদেশের গণ মাধ্যমে মুজিবনগর কে বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সে কারণে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রথম সরকার কে ‘মুজিবনগর সরকার’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা কে মুজিবনগর হিসেবে নাম করণ করে রাজধানী ঘোষণার আগে, বাংলাদেশের প্রথম সরকার অপর কোন শহর, গ্রাম বা স্থানকে কখনোই রাজধানী ঘোষণা করেনি। পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা বা কুষ্টিয়া কেও নয়।

৩। ২৫ মার্চ রাতে নীরিহ বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর ঘৃণ্য আক্রমণের পর তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ যুদ্ধের একটি উল্লেখ যোগ্য ঘাঁটি ছিল চুয়াডাঙ্গা। আমাদের মনে আছে এত দঞ্চলে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কুষ্টিয়াতে এবং সে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর থেকে।

স্থানীয় রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক শীর্ষ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে প্রায় তিন সপ্তাহ চুয়াডাঙ্গা পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন ও মুক্ত ছিল। স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নির্দেশনায় প্রশাসন পরিচালিত হয়েছে মুক্তাঞ্চল চুয়াডাঙ্গায়। যেমন টি হয়েছিল মেহেরপুর ও টাঙ্গাইল সহ দেশের অপর কয়েক টি স্থানে। স্বাধীনতা যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার ঐতিহাসিক অবদান স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নাই।

৪। তবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠণের আগে সরকার ছাড়া স্থানীয় ভাবে কোন স্থানকে রাজধানী ঘোষণা করা হয়ে থাকলে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা সরকার ছাড়া যুদ্ধের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক নেতা বা অপর কেউ কোন স্থান কে যদি রাজধানী ঘোষণা করেও থাকেন তাহলে সেই স্থানটি রাজধানী হয়ে যায় না।

৫। বাংদেশের প্রথম রাজধানী মুজিননগর। পরবর্তী রাজধানী ঢাকা। এর মধ্যে কোন বিতর্ক নেই, থাকতে পারে না। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যাঁরা বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন তাঁদের মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং চাকুরী কালিন সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

৬। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ধরা যাক একটি ফুটবল টুর্ণামেন্ট চলছিল এবং ফাইনাল খেলা পড়ে মেহেরপুর জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গার। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় নি। তাই বলে কি চুয়াডাঙ্গা জেলা দাবী করতে পারবে যে তারা ফুটবল খেলায় বিজয়ী জেলা?

সুতরাং আসুন আমরা ইতিহাস স্বীকৃত বিষয় টি নিয়ে কোন বিতর্কে না যেয়ে সহজ ভাবে মানতে শিখি মুজিবনগরই হলো বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী।

লেখকঃ সাংবাদিক জি টিভি, দৈনিক সংবাদ, ডেইলি অবজারভার।

মেপ্র/আরপি

ঈদে ৬ জামাত বায়তুল মোকাররমে

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ঈদের নামাজের ছয়টি জামাত পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা ১০ মিনিট পর্যন্ত এসব জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ।

১ আগস্ট ঈদুল আজহা উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমে ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৭টায়। এতে ইমামতি করবেন বায়তুল মোকাররমের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মাওলানা মো. মিজানুর রহমান। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ ক্বারী কাজী মাসুদুর রহমান।

সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে ঈদের দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভী। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ ক্বারী হাবিবুর রহমান মেশকাত।
সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা এহসানুল হক। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন মাওলানা ইসহাক।

ঈদের নামাজের চতুর্থ জামাত সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মহিউদ্দিন কাসেম। জাতীয় মসজিদের চিফ খাদেম মো. শহীদুল্লাহ মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন।

পঞ্চম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে ১০টায়। এতে ইমামতি করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুহাদ্দিস হাফেজ মাওলানা ওয়ালিয়ূর রহমান খান। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. আব্দুল মান্নান।

ঈদুল আজহার ষষ্ঠ ও সর্বশেষ জামাত অনুষ্ঠিত হবে বেলা ১১টা ১০

মিনিটে। এতে ইমামতি করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক উপ-পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. আব্দুর রাজ্জাক।

ঈদের জামাতে অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে নিজ নিজ জায়নামাজ নিয়ে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে মসজিদে এসে নামাজ আদায়ের জন্য বলা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

নদী গর্ভে শিমুলিয়ায় তিন নম্বর পন্টুন, অপেক্ষায় শতশত যানবাহন

পদ্মার পানির তীব্র স্রোতে ভেসে গেছে শিমুলিয়া ফেরি ঘাটের তিন নম্বর পন্টুন। কয়েকদিন ধরেই পদ্মার তীব্র স্রোত ও পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী নৌরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) দুপুরে লৌহজং উপজেলার শিমুলিয়ার তিন নম্বর ফেরি ঘাটটি পদ্মার তীব্র স্রোত ও ভাঙনের কবলে পড়ে তলিয়ে গেছে। এই ফেরি ঘাট দিয়ে বড় বড় ফেরিগুলো চলাচল করছিল। বর্তমানে শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী নৌরুটে রো রো ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। এখন ছোট ৫টি ফেরি চলাচল করছে।

শিমুলিয়া ঘাটের বিআইডাব্লিউটিসি’র ব্যবস্থাপক সাফায়েত আহমেদ জানান, দুপুরে পদ্মার তীব্র স্রোত ও ভাঙনের কবলে পড়ে শিমুলিয়ার তিন নম্বর ফেরিঘাটটি বিলীন হয়ে গেছে। পন্টুনটি এখন ঘাটের অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পদ্মায় ভাসছে। এছাড়া ফেরিঘাটটির সংযোগ সড়ক, বিআইডাব্লিউটিএ’র নির্মিত খাবারের দোকান, মসজিদ এসব তলিয়ে গেছে পানিতে।

বর্তমানে রো রো ফেরি চলাচল বন্ধ আছে। বাকি দুইটি ঘাট সচল আছে যা দিয়ে ফেরি চলাচল করছে। ঘাট এলাকায় গাড়ি পারের অপেক্ষায় রয়েছে।

ঘাটটি মেরামত বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

সূত্র বিডি প্রতিদিন

আওয়ামী লীগের আয় ৩৫ ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটিতে

২০১৯ সালের শেষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বমোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ৩৭ লাখ ৪৩ হাজার ৫৯৩ টাকা। এর মধ্যে নগদ আছে ৫ লাখ ১৩ হাজার ৭১৭ টাকা এবং ব্যাংকে জমা আছে ৫০ কোটি ৩২ লাখ ২৯ হাজার ৮৭৬ টাকা। এর মধ্যে ৪০ কোটি টাকার এফডিআর রয়েছে। এই পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয় শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বুধবার দুপুরে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন অফিসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয়-ব্যয়ের হিসাব-২০১৯ বর্ষপঞ্জি এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এ বিষয়ের উপর লিখিত মতামত জমা দান করা হয়। এরপর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ ও আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তহবিলে নগদ ছিল ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৯৬৮ টাকা। সে সময় ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল ৩৭ কোটি ৫২ লাখ ৬৪ হাজার ৮৭০ টাকা। ২০১৮ সালে সর্বমোট অর্থ ছিল ৩৭ কোটি ৫৬ লাখ ৩ হাজার ৮৩৮ টাকা। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয় হয়েছে সর্বমোট ২১ কোটি দুই লাখ ৪১ হাজার ৩৩০ টাকা।

এ সময়ে যে সকল খাত থেকে আয় হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নমিনেশন ফরম বিক্রি বাবদ ১২ কোটি ৩২ লাখ ৩০ হাজার টাকা। সম্মেলন বাবদ প্রাপ্ত ৩ কোটি দুই লাখ ৫৫ হাজার ৮০০ টাকা। ব্যাংক লভ্যাংশ বাবদ ২ কোটি ৩৩ লাখ ৭৫ হাজার ২২৩ টাকা। সংসদ সদস্যদের প্রদেয় চাঁদা বাবদ এক কোটি ৭ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।

এছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মাসিক চাঁদা, জেলাভিত্তিক প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ চাঁদা ও প্রাথমিক সদস্য ফরম বিক্রি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হলভাড়া, পত্রিকা প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপন (উত্তরণ) এবং পুস্তক বিক্রিসহ অন্যান্য খাত থেকে বাকি আয় হয়েছে।

২০১৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ২১ লাখ ১ হাজার ৫৭৫ টাকা। যেসকল খাতে ব্যয় হয়েছে তার মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল: জাতীয় সম্মেলন বাবদ তিন কোটি ৪৩ লাখ ১৪ হাজার ৮০০ টাকা। কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, আপ্যায়ন ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ কোটি ১৩ লাখ ৭৭ হাজার ৭০০ টাকা। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাবদ ব্যয় ১ কোটি ১৮ লাখ ১৮ হাজার ৮৬৫ টাকা। সভাপতির কার্যালয়ে ভাড়া বাবদ ৫৫ লাখ টাকা।

এছাড়া নির্বাচন পরিচালনা অফিস রক্ষণাবেক্ষণ, ত্রাণ কার্যক্রম, উত্তরণ পত্রিকা প্রকাশনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, বিভাগীয় জেলা জনসভা ও দলীয় অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা, বিজ্ঞাপন ও পোস্টার প্রকাশনা, সাংগঠনিক খরচ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সার্ভিস চার্জসহ অন্যান্য খাতে বাকি অর্থ ব্যয় হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর থেকে সদ্য বদলি হয়ে যাওয়া জেলা প্রশাসক বর্তমানে টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

টাঙ্গাইল জেলায় নতুন করে ৫২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৫১৫ জনে। এদের মধ্যে টাঙ্গাইল সদরে ২৯ জন, নাগরপুরে দুই, মির্জাপুর তিন, বাসাইল ৭, কালিহাতি ৭,

ভুয়াপুর ০১ ও ধনবাড়িতে তিনজন।

টাঙ্গাইলের সিভিল সার্জন অফিস জানায়, এদের মধ্যে ৮৫৩ জন সুস্থ হয়েছেন। অপরদিকে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। এবং টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের করোনা ডেডিকেটেড ও বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ও বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছে।

টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনির করোনা পজেটিভ হওয়ার পর তিনি সরকারি বাসভবনে চিকিৎসাধীন আছেন।

সূত্র- যমুনা টিভি

ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে রীভা গাঙ্গুলির সৌজন্য সাক্ষাৎ

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ। আজ সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎ শেষে সেতুমন্ত্রী বলেন, ‘প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও সুদৃঢ় হলে পারস্পরিক উন্নয়ন এবং অমীমাংসিত সমস্যা সমাধান সহজেই সম্ভব।’

তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন অধিকতর উষ্ণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং উন্নয়নমুখী। বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ’৭১ এর রক্তের রাখিবন্ধনে আবদ্ধ।

সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও গণপরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতীয় ঋণ কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও হাইকমিশনারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে তিনি এ সময় জানান।

সেতুমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের সম্পর্কের সেতুবন্ধ সময়ের পরিক্রমায়

দিন-দিন নবতর মাত্রায় উন্নীত হচ্ছে। সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এগিয়ে নিতে হাইকমিশনারের সহযোগিতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান সেতুমন্ত্রী।

সূত্র: বিডি প্রতিদিন

কমছে না পানি, প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম

দেশের বিভিন্ন নদনদীর পানি এখনো বিপত্সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে বন্যাকবলিত এলাকাগুলো থেকে পানি নামতে পারছে না। পানির চাপে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম। গাইবান্ধায় গত রবিবার রাতে ভেঙে গেছে বাঙ্গালী নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ। নাটোরের সিংড়ায় ভেঙেছে আত্রাই নদীর বাঁধ। সোমবার ফরিদপুর শহর রক্ষা বাঁধে ফের ধস নামে।

গাইবান্ধা প্রতিনিধি জানান, এখনো জেলার বিভিন্ন নদনদীর পানি বিপত্সীমার অনেক ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বোচাদহ গ্রামে বাঙ্গালী নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ গত রবিবার রাতে ভেঙে গেছে। ফলে উপজেলার বোচাদহ, বালুয়া, ছয়ঘরিয়া, শ্রীপতিপুর, কুমিড়াডাঙা, পুনতাইর, পাছপাড়া, গোপালপুর, জিরাই, সোনাইডাঙ্গা, হরিনাথপুর-বিশপুকুর, কাজিরচক, পচারিয়া, মাদারদহ, কাজীপাড়া, ফকিরপাড়া ও পানিয়া গ্রামে বন্যার পানি ঢুকে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকার ফসল এবং ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে।

সাদুল্লাপুরের কামারপাড়া, রসুলপুর, দামোদরপুর ও বনগ্রাম ইউনিয়ন এবং গাইবান্ধার কুপতলা, খোলাহাটি, ঘাগোয়া ও গিদারী ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের বসতবাড়ি ও সড়কগুলোতে হাঁটুপানি জমে আছে। জেলার সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, ফুলছড়ি, পলাশবাড়ী গোবিন্দগঞ্জ, সাদুল্লাপুর ও গাইবান্ধা সদরসহ সাত উপজেলায় ৩৮টি ইউনিয়ন বন্যাকবলিত হয়েছে।

গাইবান্ধা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোখলেছুর রহমান জানান, সোমবার পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৪০ মিলিমিটার

বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি জানান, রবিবার ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপত্সীমার ৮৮ সেন্টিমিটার, ঘাঘট নদীর পানি বিপত্সীমার ৭১ সেন্টিমিটার ও করতোয়া নদীর পানি বিপত্সীমার ১১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

সিংড়ায় ভেঙে গেছে আত্রাই নদীর বাঁধ

সিংড়া (নাটোর) সংবাদদাতা জানান, নাটোরের সিংড়া উপজেলার মহেশচন্দ্রপুর কলকলি নামক স্থানে আত্রাই নদীর বাঁধ ভেঙে কলম-চানপুর বিলে পানি প্রবেশ করেছে। এতে করে কলম, কুমারপাড়া, বলিয়াবাড়ী, জগতপুর, নজরপুর, কলকলিপাড়াসহ ১০টি গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে জানান কলম ইউপি চেয়ারম্যান মঈনুল হক চুনু। পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী আবু রায়হান জানান, আমরা বাঁধটি রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

রবিবার আত্রাই নদীর পানি বিপত্সীমার ৯৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। এরই মধ্যে উপজেলার সুকাশ ও হাতিয়ান্দহ ব্যতীত ১০টি ইউনিয়ন এবং সিংড়া পৌর এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ২৬টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২ হাজার বন্যার্ত আশ্রয় নিয়েছে। সিংড়া পৌর এলাকার ১২টি ওয়ার্ডে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। সিংড়া বাজারসহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি ব্যক্তিগতভাবে ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছেন। পৌর এলাকায় ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছেন সিংড়া পৌরসভার মেয়র জান্নাতুল ফেরদৌস।

ঝিনাইগাতী (শেরপুর) সংবাদদাতা জানান, শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে গত কয়েক দিনের অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে আবারও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আমন বীজতলাসহ সবজি ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সোমেশ্বরী নদীর পানির তোড়ে ধানশাইল-কুচনীপাড়া সড়কের বাগেরভিটা ব্রিজ হুমকির মুখে পড়েছে। উপজেলার দাড়িয়ারপাড়, সারিকালিনগর, দড়িকালিনগর, ধানশাইল, বাগেরভিটা, কান্দুলী, কুচনীপাড়াসহ প্রায় ৩০টি গ্রামের শত শত মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। রাস্তাঘাট পানির নিচে থাকায় যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে।

ফরিদপুর শহর রক্ষা বাঁধে আবারো ধস

ফরিদপুর প্রতিনিধি জানান, ফরিদপুর সদর উপজেলার আলিয়াবাদ ইউনিয়নের সাদীপুর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ফের ভাঙন দেখা দিয়েছে। সোমবার বিকালে বাঁধের ৪৫ মিটার অংশ ধসে গেছে। এর আগে গত শনিবার

বাঁধের ৮০ মিটার অংশ ধসে পানি ঢুকে পাঁচটি গ্রাম প্লাবিত হয়। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার জানান, পানির যে চাপ তাতে এই মুহুর্তে বাঁধ মেরামত করা সম্ভব নয়। পানির চাপ কমলে কাল থেকে বাধটি পুনরায় মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এদিকে বন্যায় জেলার ৭ উপজেলার ৫৪০টি গ্রামে পানি প্রবেশ করেছে। সোমবার সন্ধ্যায় পদ্মা নদীর পানি ফরিদপুর অঞ্চলে বিপদসীমার ১১৯ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র।

চরভদ্রাসন (ফরিদপুর) সংবাদদাতা জানান, ফরিদপুরের চরভদ্রাসনে গত কয়েকদিনে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় উপজেলার চারটি ইউনিয়নের প্রায় সব এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে প্রায় ১৫ হাজার পরিবার। অনেকেই গরু-ছাগলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামাল নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন বেড়িবাঁধ, হেলিপ্যাড ও আশ্রয়কেন্দ্রের উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপজেলার বিভিন্ন কাঁচা-পাকা সড়ক।

পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী সুলতান মাহামুদ জানান, পদ্মা নদীতে পানি বৃদ্ধি পেয়ে সোমবার বিপত্সীমার ১১৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। চরাঞ্চলে স্যানিটেশন, গো-খাদ্য সংকট ও বিশুদ্ধ খাবার পানির সমস্যা দেখা দিয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার মো. আলভীর হোসেন জানান, বন্যায় এ পর্যন্ত ৫৩০ হেক্টর জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

মাদারীপুর প্রতিনিধি জানান, পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ ও কুমার নদের পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সবকটি নদীর পানি বিপত্সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় নতুন নতুন এলাকায় বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। জেলার চারটি উপজেলায় ৩২ হাজার ৮ শতাধিক পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে চাল, শুকনা খাবার, শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর জেলার ৩৫টি ইউনিয়ন বন্যাকবলিত হয়েছে। বন্যার পাশাপাশি ৯৮২টি পরিবার নদী ভাঙনের শিকার হয়েছে।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে পানি

শিবালয় (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, যমুনার পানি আরিচা পয়েন্টে গতকাল সোমবার বিপত্সীমার ৮০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত

হচ্ছিল। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের কয়েক স্থানে পানি উঠেছে। উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের পাকা-কাঁচা রাস্তার প্রায় ৩০ শতাংশই পানির নিচে। রাস্তার ভাঙনরোধে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। দুর্গম চরাঞ্চল ও হাট-বাজারের নলকূপ তলিয়ে যাওয়ায় বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দিয়েছে। অনেকেই গবাদিপশু নিয়ে উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। তীব্র স্রোতে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া রুটে ফেরি-লঞ্চ চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় উভয় ঘাটে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা জানান, যমুনা ও ধলেশ্বরীর শাখা নদী বংশাই-লৌহজং নদীর পানি বিপত্সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় মির্জাপুরে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। বন্যাকবলিত এলাকায় দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। বন্যার পানি বাড়ায় কোরবানির পশু নিয়ে বিপাকে পড়েছেন দেড় শতাধিক খামারি।

আনাইতারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, ফতেপুর, লতিফপুর, মহেড়া, জামুর্কি, বহুরিয়া, ভাওড়া, ভাদগ্রাম, ওয়ার্শি, বানাইল এবং আনাইতারা ইউনিয়নের আঞ্চলিক সড়কগুলো তলিয়ে গেছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. হারুন অর রশিদ জানান, ২ শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বন্যার পানি ঢুকেছে। কুমুদিনী হাসপাতাল ও শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে আগেই ঢুকেছে পানি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মির্জাপুর উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ আরিফুর রহমান জানিয়েছেন, উপজেলার ৪০০ কিলোমিটার পাকা- আধাপাকা সড়ক তলিয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকার রাস্তার তালিকা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে।

সূত্র- ইত্তেফাক

কোরবানির চামড়া সংরক্ষণে

দেশে লবণের কোনও ঘাটতি নেই

দেশে বর্তমানে ১১ লাখ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন লবণ মজুদ রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। প্রতিবছর ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী কোরবানির পশু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কম-বেশি ১ লাখ মেট্রিক টন লবণের প্রয়োজন হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী, গত ঈদুল আজহায় কোরবানিকৃত পশুর সংখ্যার বিপরীতে লবণের চাহিদা ছিল ৮১ হাজার ৮২০ মেট্রিক টন। ফলে মজুদকৃত লবণ দিয়ে এবারের ঈদুল আজহার চাহিদা মিটিয়ে আরও ৭ থেকে ৮ মাসের লবণের চাহিদা পূরণ সম্ভব।

অন্যদিকে আর মাত্র ৪ মাস পর অর্থাৎ নভেম্বর, ২০২০ হতে লবণ উৎপাদনের নতুন মৌসুম শুরু হবে। ফলে দেশে লবণের কোনও ধরণের ঘাটতির আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে বিসিক।

বিসিক জানিয়েছে, এবারের ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দেশব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে দেশের ৮টি লবণ জোনে ১৮৬টি নিবন্ধিত লবণ মিলে পুরোদমে লবণ উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

এর মধ্যে ঢাকায় ৪টি, নারায়ণগঞ্জে ৩৪টি, চাঁদপুরে ২টি, চট্টগ্রামে ৫৭টি, পটিয়ায় ৩৪টি, কক্সবাজারে ৩৫টি, খুলনায় ৮টি এবং ঝালকাঠিতে ১২টি মিল চালু রয়েছে। চালু লবণ মিলগুলোর মাসিক গড় উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন হলেও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মিলগুলো লবণ উৎপাদন করে থাকে।

এদিকে ঈদুল আজহায় সার্বিক লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য বিসিক আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে।

লবণ জোনগুলোতে অবস্থিত বিসিক কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ে পৃথক কমিটি গঠন করে তিন স্তরবিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করেছে বিসিক। এসব কমিটি মাঠ পর্যায়ে লবণের মজুদ, চলাচল ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ করে লবণের সাপ্লাই চেইন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এ উপলক্ষে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে ইতোমধ্যে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

লবণ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে তথ্যের জন্য ০২-৯৫৭৩৫০৫ (ল্যান্ড)/ ০১৯১১-৮৩৮২০০ (সেল ফোন) নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিসিকের জেলা কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার মার্কেটিং কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলাভিত্তিক ডিলার ও পাইকারী লবণ বিক্রেতাদের মোবাইল নম্বরসহ তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ তালিকা ঈদের আগেই এতিমখানা, মাদ্রাসা, মসজিদ, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার ও ইউনিয়ন পরিষদসহ কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে সরবরাহ করা হবে। সুতরাং লবণ নিয়ে কোনও কারসাজির সুযোগ নেই বলে মনে করে বিসিক।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া রেল ভ্রমণ করা যাবে না

বিনা টিকিটে কিংবা জাল টিকিটে ট্রেন জার্নির দিন শেষ হতে চললো। রেল ভ্রমণের জন্য টিকেট কাটার নতুন পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। নতুন নিয়মে জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া টিকেট কেনা যাবে না। ফলে জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে পরিচিতি নিশ্চিত করা না গেলে আর রেল-ভ্রমণ করা যাবে না।

সোমবার ২৭ জুলাই এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়। অক্টোবরের শেষ নাগাদ নতুন এ নিয়ম চালু হবে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুব কবীর মিলন।

রেলওয়ে বলছে, টিকেট কালোবাজারি বন্ধ এবং ভ্রমণের সময় যাত্রীর পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। নতুন পরিকল্পনায় একজন যাত্রীকে রেলওয়ের ওয়েবসাইটে নিজের ন্যাশনাল আইডি কার্ড

অর্থাৎ জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তার ফলে একজন ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথে তার ছবি এবং পরিচিতি যেটা জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভারে দেয়া আছে, সেটা রেলের সার্ভারে চলে আসবে।

এজন্য রেলওয়ে মন্ত্রণালয় অগাস্ট মাসে নির্বাচন কমিশনের আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্পের সঙ্গে রেলওয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত সচিব মাহবুব কবীর।

এখন রেলওয়ের টিকেট কাটার অ্যাপসে যারা আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে যাবেন। তাদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। নতুন ব্যবস্থার একটি নামকরণ করেছে রেলওয়ে–‘টিকিট যার, ভ্রমণ তার’।

মাহবুব কবীর বলেন, ‘নতুন নিয়মে একজন যাত্রী তার রেজিস্ট্রেশন করা আইডি থেকে নিজের নামে বা পরিবার বা বন্ধু অর্থাৎ যারা তার ভ্রমণসঙ্গী হবেন – তাদের নামে চারটি পর্যন্ত টিকেট কাটতে পারবেন। যাত্রাকালে ট্রেনে চেকার তার কাছে থাকা স্মার্টফোন বা ট্যাবে রেলের সার্ভারে থাকা যাত্রীর নাম-পরিচয়ের সঙ্গে টিকেটে থাকা নাম-পরিচয় মিলিয়ে দেখবেন, অর্থাৎ যার নামে টিকেট তাকে ভ্রমণ করতে হবে, এবং যাত্রাকালে ‘অন বোর্ড’ নিজের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে।’

এতে যাত্রীর স্মার্টফোন থাকার প্রয়োজন নেই, কিংবা তাকে জাতীয় পরিচয়পত্রও বহন করতে হবে না। তবে যাদের এনআইডি নেই- তাদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা হবে?

জবাবে তিনি বলেছেন, ‘এখন তো ১৬ বছর বয়সী পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৪ সালে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের পর্যন্ত তথ্য আছে। ওই বয়স পর্যন্ত জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলেও একটি রেজিস্টার্ড আইডি নম্বর থাকে, সেটি দিয়ে তারা টিকেট কাটতে পারবে।’

কিন্তু ১৬ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে কী হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, যেহেতু ১২ বছর বয়স হলেই রেলের টিকেট কাটা যায়, সে ক্ষেত্রে রেলওয়ের পরিকল্পনা হচ্ছে জন্ম সনদ দিয়ে টিকেট কাটার ব্যবস্থা করা। অনেক সময় ভাসমান বিভিন্ন পেশায় থাকা নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ যাদের এনআইডি নাই, নতুন ব্যবস্থা চালু হলে তারা আর রেল ভ্রমণ করতে পারবেন না।

মাহবুব কবীর বলেছেন, এখন দুই-একটি ধাপে পাইলট করে অক্টোবরের শেষ

নাগাদ এই ব্যবস্থা চালু করে দেয়া যাবে।

অনলাইন রিফান্ড

আগামী অগাস্টের মাঝামাঝি চালু হবে নতুন এ ব্যবস্থা। এর ফলে একজন যাত্রী অনলাইনে টিকেট কাটার পর যদি সেটি পরিবর্তন করেন বা যাত্রা বাতিল করতে চান, তাহলে তিনি টিকেট ফেরত দিয়ে অনলাইনেই অর্থ ফেরত পাবেন। এখন টিকেট ফেরতের অর্থ পেতে একজন যাত্রীকে কাউন্টারে আসতে হয়।

রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, এটিও রেলওয়ে টিকেটিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের একটি অংশ। এছাড়া ট্রেন স্টেশনগুলোতে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার পরিকল্পনা করছে মন্ত্রণালয়, যাতে টিকেট ছাড়া কেউ স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করতে না পারে।

মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই রেলের স্ট্যান্ডিং টিকেট দেয়া বন্ধ করা হয়েছে। সূত্র: বিবিসি বাংলা